দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 09 MAY 1993

বুয়েটের সমাবর্তনে খালেদা জিয়া

শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনিতে হইবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল (শনিবার) প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ৪র্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষার সংকট নিরসনে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করিয়া বলিয়াছেন, আমাদের পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ হইতেছে শিক্ষিত জনশক্তির অভাব। শিক্ষা ক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থার অবসান ঘটাইয়া আমরা যদি সামনে আগাইতে চাই তাহা হইলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাইতে হইবে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনাদের পিছনে দেশের সাধারণ মানুষ প্রতিবছর খরচ করিয়াছে প্রায় অর্ধলক্ষ টাকা। নিজ নিজ ক্ষেত্রে আজ যাহারা বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন তাহাদেরকে সেই জ্ঞান বিলাইয়া দিতে হইবে দেশের এবং দশের সেবায়। দারিদ্র্য এবং অনগ্রসরতার অভিশাপ হইতে দেশকে মুক্ত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করিতে হইবে। বুয়েট মিলনায়তনে আনন্দমুখর এই অনুষ্ঠানে বুয়েটের ভিসি প্রফেসর (২য় পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষা ব্যবস্থায়

আমরা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনিতে আগ্রহী। ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের হাত হইতে প্রাণরক্ষার জন্য ইতিমধ্যে দেশীয় প্রকৌশলীদের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে দেশজ প্রযুক্তিভিত্তিক আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে।

ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েও সেশন পিছাইয়া আছে। শিক্ষাবর্ষ বিলম্বের এই প্রবণতা রুখিতে হইবে। সেশন জট নিরসনে দুই ব্যাচকে এক সাথে নেওয়ার পরও সমস্যার সমাধান হয় নাই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিদেশ পাড়ি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেশন জট নিরসন এবং শিক্ষাবর্ষ ঠিক রাখার জন্য পুনরায় একাধিক সেশনকে এক সাথে করা যায় কিনা ভাবা দরকার। এই ব্যাপারে প্রয়োজন হইলে সরকারের পক্ষ হইতে সহযোগিতা দেওয়া হইবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস এক দুষ্ট ব্যাধি। এই ব্যাধি শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করিতেছে। এই অবস্থা চলিতে দেওয়া যায় না। আমরা সন্ত্রাস ও সেশনজটকে সমূলে বিনষ্ট করিতে চাই। এই লক্ষ্যে সর্বদলীয় সভা করা হইয়াছে। শিক্ষকদের সহিত আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি অভিভাবকদের সহিতও মত বিনিময় করা হইয়াছে। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

ভিসি প্রফেসর মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, গত জানুয়ারী মাসে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। একটি অত্যন্ত দুঃখজনক সন্ত্রাসী ঘটনার ফলশ্রুতিতে অনুষ্ঠান পিছাইয়া দিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম শৃঙ্খলা এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ সব সময়ই অত্যন্ত সচেতন এবং সক্রিয়। তবুও, তাহাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটিয়াছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে যেকোন সন্ত্রাসী ঘটনার পুন[illegible] যাহাতে না হয় [illegible]

[illegible]

হইলে অবশ্যই সন্ত্রাস নির্মূল করিতে হইবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার মানের অবনতির কথা উল্লেখ করিয়া ভিসি বলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের জ্ঞানচর্চা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসন ব্যবস্থা ইদানীং দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ করিয়া ভিসি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে লাইব্রেরী ভবনের সম্প্রসারণ, বইপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সৃষ্টি, সুইমিং পুল নির্মাণের চিন্তা-ভাবনা করা হইতেছে। শিক্ষা গবেষণা ও সহশিক্ষার উপরোক্ত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী ৫ বছরে বিশেষ অনুদান হিসাবে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের আহ্বান জানান।

। সমাবর্তন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বুয়েট ক্যাম্পাসে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। সকাল হইতে পলাশী মোড়, বকশীবাজার মোড়-সহ বিভিন্ন মোড়ে 'রাস্তা বন্ধ' সাইন বোর্ড বসানো হয়। সকাল ১০টায় সংখ্যায় ২০/২৫ জনের একদল ছাত্র মিছিল বাহির করার চেষ্টা করে। শেষে রাস্তার পার্শ্বে একটি ব্যানার রাখিয়া তাহারা চলিয়া যায়।